কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 APR 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শ্রীপুরে বিদ্যালয়ের পাশে বিষাক্ত বর্জ্য

ক্লাসে ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার সকালে পাঠদানকালে ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের কয়েকজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শিক্ষক ও অভিভাবকরা অসুস্থ শিক্ষার্থীদের গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ রাজেন্দ্রপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

শ্রীপুরের রাজেন্দ্রপুর মেধাবিকাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির কক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ অসুস্থতার ঘটনা ঘটে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ঘেঁষা খোলা মাঠে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার ভগ্নিপতি কেমিক্যাল বর্জ্যসহ প্লাস্টিকসামগ্রী পোড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীদের হঠাৎ অসুস্থতার ঘটনায় শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য পাঠদান বন্ধ রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গ্রামবাসী জানায়, সকাল থেকে বিদ্যালয় ঘেঁষা 'আশিক এন্টারপ্রাইজ' নামের ঝুটের গুদামের বাইরে কেমিক্যাল বর্জ্যসহ প্লাস্টিকসামগ্রী পোড়ানো হচ্ছিল। এতে বিদ্যালয় এলাকা ধূমায়িত হয়ে পড়ে। ঝুটের গুদামের খোলা মাঠ ঘেঁষা দশম শ্রেণির জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়া ঢুকতে থাকে। গ্রামবাসী আরো জানায়, রাজাবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে পরিচিত আলী আসকর মাস্টারের ভগ্নিপতি মোফাজ্জল হোসেন খোকন ঝুটের গুদামের মালিক।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হাসান চান মিয়া জানান, পাঠদান চলাকালে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা হঠাৎ মাথা ধরাসহ শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে। মুহূর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নাজনীন আক্তার ববি, শামসুন নাহার লিজা, শাহনাজ শাফি, আফসানা বেগম, আনোয়ার হোসেন, মাসুম, রাব্বি হাসান, মারুফ ও হানিফ খানকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন মেডিক্যাল কলেজ, রাজেন্দ্রপুর জেনারেল হাসপাতাল ও কয়েকটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। অসুস্থ আরো ১১ শিক্ষার্থীকে স্থানীয় ক্লিনিকগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

রাজেন্দ্রপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. পুষ্প বলেন, 'অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাথা ধরাসহ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। পরিবেশ দূষণের কারণে অসুস্থতার এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।'

অসুস্থ হয়ে পড়া শাহনাজ শাফির বাবা শাহ আলম অভিযোগ করেন, 'বিদ্যালয় ঘেঁষা খোলা মাঠে ঝুটের গুদামের কেমিক্যাল বর্জ্যসহ প্লাস্টিকসামগ্রী পোড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' শ্রেণিকক্ষের পাশে বিষাক্ত কেমিক্যাল বর্জ্য পোড়ানো বন্ধের দাবি জানান তিনি।

অভিযোগ অস্বীকার করে ঝুটের গুদামের মালিক মোফাজ্জল হোসেন খোকন বলেন, 'গুদামের ভেতর-বাইরে কোথাও রাসায়নিক দ্রব্য কিংবা প্লাস্টিকসামগ্রী পোড়ানো হয়নি। এটা ভিত্তিহীন ও সাজানো অভিযোগ।'

ঘটনার পর শ্রীপুর ইউএনওসহ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের একটি চিকিৎসকদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইউএনও সাদেকুর রহমান বলেন, 'ঘটনা তদন্তে শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ডা. কামীম রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি আগামী তিন কর্মদিবসে প্রতিবেদন জমা দেবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'